পাক্ষিক

[illegible]

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

# আহ্মদী

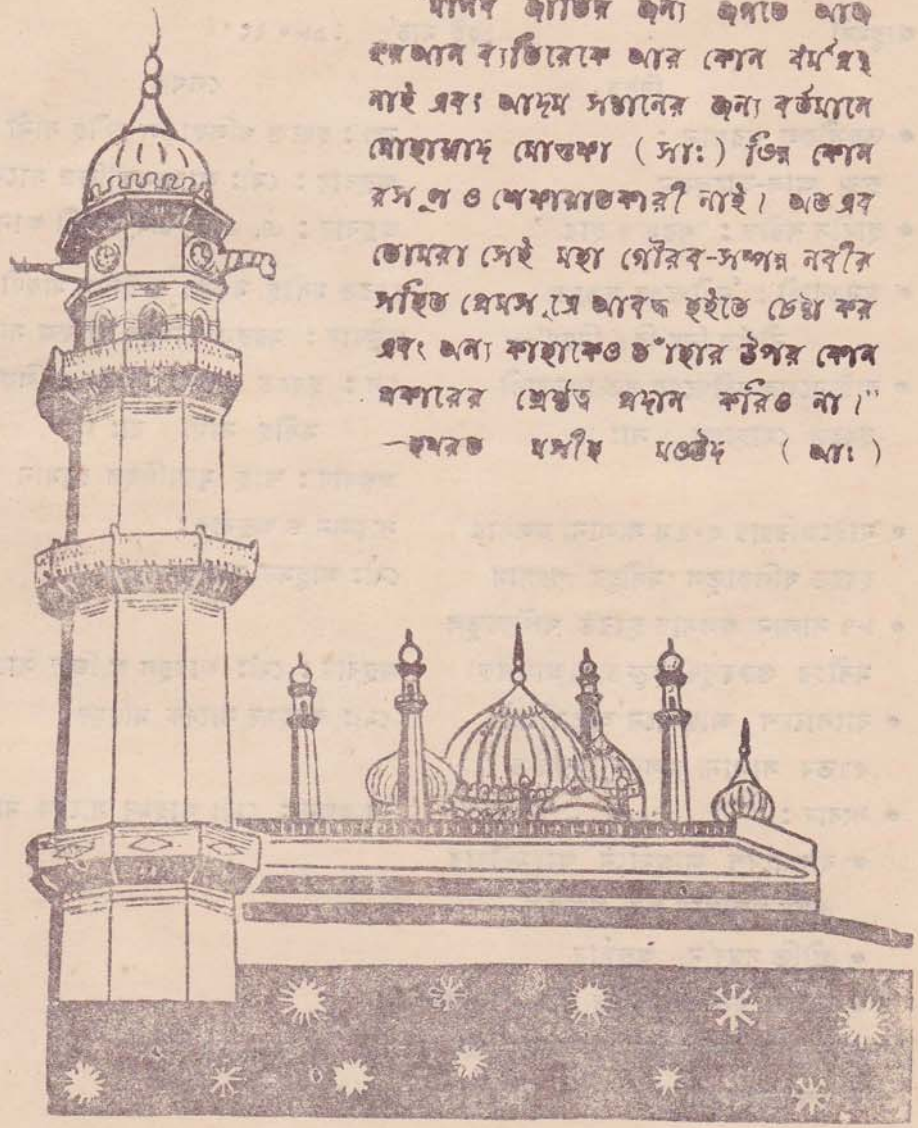



সম্পাদকঃ— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

১লা চৈত্র, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই মার্চ, ১৯৮০ ইং : ২৭শে রবিঃ সানি, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : -; পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৩শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৫ই মার্চ, ১৯৮০ ইং ২১শ সংখ্যা


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| * তফসীরুল কুরআন : সুরা আল-কাফেরুন | মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)<br>অনুবাদ : মৌঃ আবদুলআজিজ সাদেক | ১ |
| * হাদীস শরীফ : "শরম ও হায়া" | অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ৪ |
| * অমৃতবাণী : 'নবীগণের সত্যতা নীর্ণয়ে নির্ধারিত নিয়ম'— | হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)<br>অনুবাদ : মরহুম আবদুল হাফিজ সাহেব | ৫ |
| * বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ ) | মূল : হযরত মুসলেহ মওউদ, খলিফাতুল মসীহ সানী ( রাঃ )<br>অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান | ৭ |
| * নাইজেরিয়ায় ৩০তম সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌র পয়গাম | সংকলন ও অনুবাদ :<br>মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ | ১১ |
| * ৮৭ সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা (আংশিক) | অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক | ১৫ |
| * বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত | মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ১৯ |
| * সংবাদ :<br>* বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রথম মজলিসে শুরা অনুষ্ঠিত<br>* প্রীতি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান<br>* ঢাকায় 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উদযাপিত | সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ২২ |
| * সুন্দরবন জামাতের ৫ম সালানা জলসা<br>* সম্বর্ধনা সভা | আবদুল জলিল | ২৪ |

بسم الله الرحمن الرحيم  نحمده ونصلي على رسوله الكريم  وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

১লা চৈত্র, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই মার্চ, ১৯৮০ ইং : ১৫ই আমান, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

## সুরা আল-কাফেরুন

*( হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী ( রাঃ )-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ। )*—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

এখন উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন অর্থসমূহ চারিটি আয়াতের মধ্যে গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়াতে পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ও তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন, এই জন্য উহাতে পুনরাবৃত্তির কোন প্রশ্ন হয় না। কিন্তু ইহার বিপরীত যদি আমরা বলি যে যেহেতু আল্লাহতায়ালার কালামে বৃথা পুনরাবৃত্তি হইতে পারে না ; বরং যেহেতু "মা"র দুই অর্থই হইতে পারে, সর্বনামরূপে ও এবং ধাতুগত ভাবেও, এই জন্য আল্লাহ তায়ালা অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি করার জন্য আয়াতের প্রথম জোড়ায় "মা" সর্বনামরূপে এবং দ্বিতীয় জোড়ায় ধাতুগতভাবে ব্যবহার করিয়াছেন ; ইহাতে পুনরাবৃত্তির আর কোন প্রশ্ন রহিল না। এতদনুযায়ী আয়াতগুলির অর্থ এইরূপ হইবে, আমি কখনও এবাদত করিব না উহার যাহার তোমরা এবাদত কর, এবং তোমরাও আদৌ এবাদত করনা বরং করিবে না উহার যাহার আমি এবাদত করি। এইভাবেই আমি এবাদত করি না অথবা এবাদত করিতে পারি না সেই নিয়মে যেনিয়মে তোমরা এবাদত কর। এবং তোমরা এবাদত করিবে না অথবা করিতে পার না সেই নিয়মে যে নিয়মে আমি এবাদত করিয়া থাকি।

এই অর্থ গ্রহণে সকল পুনরাবৃত্তিই উঠিয়া গেল, এবং প্রত্যেকটি শব্দই স্ব স্ব স্থানে বলবৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, যাহার উদ্দেশ্য স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। যদিও এই অর্থ আরবী ভাষার দিক দিয়া অতি স্পষ্ট এবং প্রঞ্জল তথাপি যেহেতু এক বিশেষ অর্থ মানুষের

মন-মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছিল—এই জন্য এই অর্থ পূর্ববর্তী তফসীর-কারদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই সম্মান কেবল আবু মুসলিম পাইবার অধিকারী। তিনি একটি স্পষ্ট বৈয়াকরণ প্রনালী প্রয়োগ পুর্বক পুনরাবৃত্তির সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন এবং সুরাটির অর্থকে মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যাহাকে মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) ও কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু কোন কোন সময় কুরআনের তেমন ব্যাখ্যাও তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে যাহাতে মনে সন্দেহ উদয় হয় যে তাঁহার ঈমানকে যেন বিদ্বেষের আবরণে আবৃত করা হইয়াছে।

তিনিই এক অদ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি কুরআন করীমে নসখ্ (কোন কোন আয়াত রহিত) আছে বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে তিনি কেবল দাবীই করিয়াছেন যেরূপ ভাবে সার সৈয়দ আলীগড়ী ইসা মসিহর মৃত্যুর কেবল দাবীই করিয়াছেন। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) (কেবল দাবীই করেন নাই বরং) কুরআন করীমে নসখ মানার মতামতকে দলীল প্রমাণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রদ করিয়াছেন; এইভাবেই যেভাবে তিনি দলীল প্রমাণ দ্বারা হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে এই দুই ব্যক্তি এই বিষয়ে প্রভাতের নক্ষত্র অবলোকন করিয়া ধারণা করিয়াছেন কেবল; কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সূর্য আনিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে (আবু মুসাইমকে) সমস্ত মুসলমান এবং মানব জাতির পক্ষ হইতে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তাঁহার শত্রু ও বিদ্বেষীগণকে অপদস্ত করুন।

সুরা কাফেরুন সম্বন্ধে যেরূপে পুর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে-নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে ইহা কুরআন করীমের চতুর্থাংশ। বাহ্যতঃ ইহা বড়ই আশ্চর্য মনে হয় যে কেবল কয়েকটি আয়াত সম্বলিত একটি সুরা কিরূপে কুরআন করীমের চতুর্থাংশ হইতে পারে? আসলে ইহার মর্ম এই নয় যে পরিমাপের দিক দিয়া ইহা চতুর্থাংশ বরং ইহার মর্ম এই যে ইহাতে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বাবলী এত বেশী পরিমাণ ব্যাক্ত হইয়াছে যে ইহাকে কুরআনের চতুর্থাংশ বলা যাইতে পারে। আমরা পরবর্তীতে সুরাটির যে তফসীর বর্ণনা করিয়াছি উহাতে বিষয়টি পরিস্কার ভাবে বুঝা যাইতে পারে যে এত ছোট একটি সুরার মধ্যে কত ব্যাপক এবং গভীর তত্ত্বজ্ঞান ব্যক্ত হইয়াছে যা র পর বলিতে হয় যে নবী করীম (সাঃ-এর এই সুরাটিকে কুরআনের চতুর্থাংশ বলাতে কোন অতিরঞ্জন হয় নাই। উহাতে উল্লেখিত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী ছাড়া এই সুরার আরও অনেকগুলি বৈশিষ্ট আছে। যথা:

(১) এই সুরার প্রথমাংশে বর্ণিত বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সুরায় বর্ণিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে এমন দৃঢ় সম্পর্কে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যাহা অন্যান্য সুরার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না এবং যাহার ফলে কোন সুরার প্রাথমিক আয়াত সমূহ পূর্ববতী সুরার বিষয় দ্বারা প্রভা-বান্বিত হইতে পারে। কেবল মাত্র এই একটি সুরাই আছে যাহার প্রাথমিক আয়াতগুলি পূর্ববতী সুরার বিষয়বস্তুর কারণ ও ফল স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট এই যে এই সুরার পরবর্তী সুরা অর্থাৎ সুরাতুন-নসরে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পূর্ণরূপে এই সুরায় উল্লেখিত দাবীসমূহের সমর্থনে দলীলস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মোটের উপর, পূর্ববর্তী সুরা ও এই সুরার দাবীর সমর্থনে দলীল স্বরূপ এবং পরবর্তী সুরাও এই সুরার দাবী সমূহের সমর্থনে দলীল স্বরূপ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই সুরার শেষ আয়াতটিও সুরার দাবী সমূহের সমর্থনে দলীল স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার উল্লেখ পরে করা হইবে। এই সব বৈশিষ্ট এমন যে, কুরআনের অন্য কোন সুরার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং এই সুরাকে কুরআন করীমের চতুর্থাংশ বলা সব দিক দিয়াই সঠিক ও সমীচীন। এবং ইহা এমন এক অনস্বীকার্য সত্য যাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে। এখন আমি ইহার আরও কিছু ব্যাখ্যা করিব। এই সুরার প্রথম আয়াতগুলি হইতেছে :

قل يا ايها الكافرون ○ لا اعبد ما تعبدون ○ ولا انتم عابدون ما اعبد ○ ولا انا عابد ما عبدتم ○ ولا انتم عابدون ما اعبد ○

অর্থাৎ, হে কাফেরগণ! যে সকল প্রতিমার তোমরা পূজা কর সেই সকল প্রতিমার আমিও পূজা করিতে পারি না এবং আমার অনুগামীগণও করিতে পারে না। এবং তোমরা যে পদ্ধতিতে এবাদত কর সেই পদ্ধতিতে আমিও এবাদত করিতে পারি না এবং আমার অনুগামীগণও পারে না। এবং তোমরা সেই অস্তিত্বের এবাদত করিতে পার না যাহার আমি এবাদত করি, এইরূপে তোমরা এবাদতের সেই পদ্ধতিতে আমল করিতে পার না, এবাদতের যে পদ্ধতিতে আমি আমল করিয়া থাকি। বাহ্যতঃ ইহা এক প্রকার অহমিকাই মনে হইতেছে যাহা কুরআনের শানের বিপরীত। কুরআন করীমে হযরত শোআয়ব (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণকে বলিলেন :

ما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا (اعراف الخ)

—"আমাদের পক্ষে সম্ভবই নহে যে, আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাইব, কেবল আমাদের রব্ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু এই সুরাতে হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর আচরণের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে আদৌ সম্ভবপর নহে যে আমি এবং আমার অনুগামীগণ কোন সময় তোমাদের মা'বুদের এবাদত করিব। অথবা তোমাদের এবাদতের নিয়ম অবলম্বন করিব। এবং ইহাও সম্ভবপর নহে যে তোমরা কোন দিন আমাদের মা'বুদের এবাদত করিবে অথবা আমাদেব এবাদতের পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। (ক্রমশঃ

# হাদিস শরীফ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

## শরম ও হায়া বা লজ্জাশীলতা

৪৬৮। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: সীমাতিরিক্ত লজ্জাহীনতা প্রত্যেক এহেন দোষে দোষী ব্যক্তিকে কদাকার কুশ্রী করিয়া ফেলে। 'শরম ও হায়া' বা লজ্জাশীলতা প্রত্যেক হায়াদার ব্যক্তিকে চরিত্রবান সুশ্রী করে।" ['তিরমিযি, কিতাখুল বিররে ওয়াস সালাহ ; ২:১৯ পৃঃ]।

৪৬৯। হযরত আবু মসউদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "পূর্বেকার নবীগণের জ্ঞানপূর্ণ যে সব উক্তি লোকের নিকট পৌঁছিয়াছে, তন্মধ্যে একটি এই: 'লজ্জা উঠিয়া গেলে মানুষ যাহা চায় তাহা করে।" [ফার্সীতে কেহ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—"বেহায়া বাশ, হরচে খাহা কুন" ('বেহায়া হও, যা চাও কর।') ( বুখারী, কিতাবুল আদাব )

## কাজের মর্যাদা, শ্রমোপার্জিত জীবিকা খাওয়া এবং সাওয়াল হইতে বাঁচা

৪৭০। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন' প্রত্যেক নবী প্রেরিত হওয়ার পূর্বে ছাগ চরাইয়াছেন।" সাহাবা ( রাযিয়াল্লাহু আনহুমার) নিবেদন করিলেন: "হুজুরও?" তিনি ( সাঃ ) ফরমাইলেন: "হাঁ, কিছু মজুরির উপর আমিও চরাইয়াছি।" [বুখারী ; 'কিতাবুল ইজারাহ্; 'বাবু রা'ইয়াল গানামে আলা কারারীত; ১:৩০১ পৃঃ]

৪৭১। হযরত যুবাইর রাযিল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "তোমাদের যে ব্যক্তি দড়ি লইয়া জঙ্গলে যায় এবং তথা হইতে লাকড়ির বোঝা পিঠে বহন করিয়া বাজারে আসে এবং তাহা বিক্রয় করে এবং এইরূপে জীবিকা নির্বাহ করে এবং তাহার আবরু ও আত্ম-নির্ভরে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেয় না, সে বড়ই সম্মানিত এবং তাহার এই কর্ম-পদ্ধতি লোকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়া হইতে সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ। জানা নাই, ঐ সব লোক ভিক্ষা চাহিলে কেহ তাহাদিগকে কিছু দেয় কি কি দেয় না। [বুখারী কিতাবুয যাকাত, 'বাবু ইস্তে'ফাফু আনিল মাসআলাহ; ১:১৯৯ ও ১:২৭৮ পৃঃ]

৪৭২। হযরত মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, স্বহস্তে উপার্জন সর্বোত্তম, যেমন নাকি আল্লাহতায়ালার নবী হযরত দাউদ আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

['বুখারী; 'কিতাবুল বুইয়ু' 'বাবু কাসাবুর রাজুলে ও আমালুহু বে-ইয়াদিহি, ১:২২৮ পৃঃ]

৪৭৩। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া ফরমাইলেন: 'সওয়াল' ( বা ভিক্ষা ) হইতে বাঁচিতে হইবে। উপরের হাত যদ্দারা ব্যয় করা হয়, নীচের হাত হইতে উত্তম।"

['মুসলিম; কিতাবুয যাকাহ ; 'বাবু বয়ান্ন আন্নাল-ইয়াদাল উলিয়া খাইরুম মিনাল সুফলা, ১-২: ১৯ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

( হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ ) :

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

## হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

# অমৃত বানী

"নবীগণের সত্য-মিথ্যা বুঝিবার যে নির্ধারিত নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এই আন্দোলনের পরীক্ষা কর। তারপর দেখ, সত্য কোন দিকে। কল্পিত ধারনা বা কল্পিত নিয়ম-কানুনে কোন ফল হয় না।

"যাহার হৃদয়ে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ আছে, তাহার পক্ষে আমার কথায় উপকার পাওয়া সম্ভব নয়।"

"আমি বার বার বলিয়াছি এবং ইহাই সত্য কথা যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপকের ব্যবহার খুব বেশী থাকে এবং একাংশ প্রকাশ্য অর্থেও পূর্ণ হয়। এই নিয়মই আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, আমি ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। সমস্ত হাদীসই যদি পূর্ণ হওয়া চাই, শিয়াদের হাদীস, সুন্নিদের হাদীস এবং এইরূপে সকল সম্প্রদায়ের সকল হাদীসই যদি পূর্ণ হইতে হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিও যে মসীহ (আঃ) অথবা মাহদী (আঃ) কেহই কখনও আসিবে না। বিবেচনা কর, আমার চেয়ে রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমনের আবশ্যকতা অনেক বেশী ছিল। তিনি যখন আসিলেন, সকলেই কি তাঁহাকে মানিয়া লইয়াছিল? তওরিত বা ইঞ্জিল কেতাবে তাঁহার আগমনের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, তাহার সবগুলিই কি পূর্ণ হইয়াছিল? খোদার উদ্দেশ্যে একবার চিন্তা করিয়া দেখ এবং উত্তর দাও। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে এ বিষয়ে যে সকল গল্প প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের কেতাবে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, তৎসমুদয়ই যদি পূর্ণ হইয়াছিল, তবে কি কারণে তাহারা তাঁহাকে মানিয়া লয় নাই? জানিয়া রাখ, সমুদয় লক্ষণ কখনও পূর্ণ হয় না। কারণ কতক লক্ষণ লোকদের কল্পিত, আর কতকগুলি কল্পিত না হইলেও তাহার ভুল অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। নবী মাত্রকেই অস্বীকার করা হইয়াছে এবং ওজর দেখান হইয়াছে যে, সমুদয় লক্ষণ পূর্ণ হয় নাই। এখনও মানুষ এই চির প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিতেছে। কাহারও অস্বীকার রোধ করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। তবে আমি এ কথা বলিতেছি যে, তাহারা আমার কথা শুনার পর উত্তর দিক। অনর্থক কথা সৃষ্টি করা ধর্মপরায়ণতার (তাকওয়ার) বিরোধী। নবীগণের সত্য-মিথ্যা বুঝিবার যে নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এই আন্দোলনের পরীক্ষা কর। তারপর দেখ সত্য কোন দিকে।

কল্পিত ধারণা বা কল্পিত নিয়ম কানুনে কোন ফল হয় না। এইরূপ পন্থা দ্বারা আমি আমার সত্যতার প্রমাণ দিই না। নবীদিগকে পরীক্ষা করিবার যে নিয়ম আছে, আমি তদনুযায়ী আমার দাবী পরীক্ষা করিতে বলি। এই নিয়মানুযায়ী ইহা পরীক্ষা করা হয় না কেন? যে ব্যক্তি অন্তর খুলিয়া আমার কথা শুনিবে, সে আমাকে মানিয়া লইবে এবং তাহার কল্যাণ হইবে। কিন্তু যাহার হৃদয়ে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ আছে, তাহার পক্ষে আমার কথায় উপকার পাওয়া সম্ভব নহে। 'আ'ওজ' (দ্বৈত দৃষ্টি-গ্রস্থ রোগী)-এর সহিত উহাদের তুলনা হইতে পারে। 'আ'ওজ' এককে দুই দেখে। যতই প্রমাণ দাও না কেন, ইহা দুই নহে এক, কিন্তু সে দুই-ই বলিবে। কথিত আছে যে, একজন আ'ওজ কাহারও নিকট চাকরী করিত প্রভু তাহাকে বলিলেন, ঘরের ভিতর হইতে আয়না লইয়া আইস। সে ঘরের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আয়না তো দুইখানা আছে, কোনখানা আনিব?' প্রভু বলিলেন, "একখানাই আছে; দুইখানা নহে।" আ'ওজ বলিল, "আমি কি মিথ্যা বলিতেছি? প্রভু বলিলেন, "একখানা ভাঙ্গিয়া ফেল।" আয়নাখানা ভাঙ্গিয়া ফেলার পর আ'ওজ বুঝিল যে, তাহার ভুল হইয়াছে; বস্তুতঃ আয়না একখানাই ছিল। কিন্তু আমার সামনে সে সকল আ'ওজ আছে, তাহাদিগকে আমি কি উত্তর দিব? ... ... তাহারা জানে না যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহাদের এই সকল রুক্ষ ও কাঁচা কথার জন্য লোকে হাসিবে। যাহারা সত্য বুঝিতে চায়, তাহাদের প্রত্যেকেরই আমার দাবীর প্রমাণ চাহিবার অধিকার আছে। তাঁহাদের জন্য আমি ঐ সকল কথাই পেশ করিয়া থাকি, যাহা নবীগণ পেশ করিতেন। আমি কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত নিয়মগুলি পেশ করি; বর্তমান যুগে যে একজন সংস্কারকের আবশ্যকতা আছে, তাহা দেখাইয়া দিই। আমার হাতে যে সকল অলৌকিক-ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার উল্লেখ করি। আমি এইরূপ অলৌকিক ব্যাপারে এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি। উহাতে প্রায় দেড় শত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। এক হিসাবে এই সকল ঘটনার কোটি কোটি সাক্ষী আছে। অমূলক কথা পেশ করা ভাল লোকের কাজ নহে। আঁ-হযরত (সাঃ) এই কারণেই বলিয়াছিলেন যে, মসীহ মওউদ 'হাকাম' (মীমাংসাকারী) হইয়া আসিবেন। তাঁহার মীমাংসা গ্রহণ করা। যাহাদের মনে কুবুদ্ধি আছে এবং মানিবার ইচ্ছা নাই, অনর্থক বাকবিণ্ডা করা ও দোষ দেখানই তাহাদের কাজ। কিন্তু তাহারা জানিয়া রাখুক যে, পরিণামে আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রচণ্ড আক্রমণ দ্বারা আমার সত্যতা প্রকাশ করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি মিথ্যা দাবী করিতাম, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ধ্বংস করিতেন। কিন্তু আমার যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ বস্তুতঃ তাঁহারই নিজস্ব কাজ। আমি তাঁহারই পক্ষ হইতে আসিয়াছি। আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় সেই খোদাকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং স্বয়ং তিনিই আমার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" (আহ্বান, পৃঃ ৪৮-৫০)

# বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

## পাঁচ নম্বর তসদিক

"সে কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে, কাহাকে বক্তৃতা করিয়া তত্ত্ব বুঝাইবে ? তাহাদেরকে, যাহাদেরকে দুধ ছাড়ানো হইয়াছে ও স্তন্যপানে নিবৃত করা হইয়াছে। কেননা, হুকুমের পর হুকুম, হুকুমের পর হুকুম, কানুনের পর কানুন, কানুনের পর কানুন; কিছু এখানে, কিছু সেখানে। হাঁ সে বুন্নুয়া * ওষ্ঠ এবং পরভাষা দ্বারা এই লোকদের সহিত কথা-বার্তা কহিবে। সে তাহাদিগকে বলিল, এই বিশ্রাম-স্থলে তোমরা পরিশ্রান্তকে বিশ্রাম দাও, আর ইহা প্রাণ জুড়াইবার স্থান ; তথাপি তাহারা শুনিতে সম্মত হইল না। সেজন্য তাহাদের উপরে খোদার কালাম হইবে—হুকুমের পর হুকুম, হুকুমের পর হুকুম, কানুনের পর কানুন ; কিছু এখানে কিছু সেখানে। যাহাতে তাহারা চলিয়া যায়, এবং পশ্চাদপসরণ করে, এবং ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া পড়ে ও গ্রেফতার হয়।" [ ইয়াসাইয়াহ্ ( যিসাইয় )-১৮ঃই-১৩ ]

এই ভবিষ্যদ্বানীতে বলা হয়েছে যে, খোদাতায়ালার কালাম এক সময়—

( ১ ) সেই জাতির নিকট আসবে যাকে এলহামের দুধ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, এবং যাকে তার মায়ের কাছ থেকে আলাদা করা হয়েছিল, অর্থাৎ নবুওত পাওয়ার পর তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। নবী করীম ( আঃ ) সেই সময়েই আসেন যখন পূর্বে আগত নবুওতের পরে একটি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এবং তিনি বনু ইস্রাঈলকেও সম্বোধন করেছেন যাদেরকে এলহামের দুধ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং নবুওতের স্তন থেকে আলাদা করা হয়েছিল। কোরআন করীমে বলা হয়েছে—

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير و لا نذير فقد جاءكم بشير و نذير و الله على كل شيء قدير ٥ (مائده ٣ ع)

অর্থাৎ, "হে আহলে কেতাব, রসুলগণের ধারাবাহিকতায় নাগা বা ছেদ পড়ার পর তোমাদের কাছে আমাদের রসূল এসেছে, যে তোমাদের কাছে ফায়দার কথা বিশদরূপে বলে থাকে, যাতে

---

* 'বুন্নুয়া' ( বা বন্য ) কথাটিকে বাংলা বাইবেলে লিখা হয়েছে—'অস্পষ্টবাক' এবং ইংরেজি বাইবেলে—Stammering ( তোতলান )।

তোমরা একথা না বল যে, আমাদের কাছে না এলো কোনো শুভ সংবাদ-দানকারী না কোন সতর্ককারী। কাজেই ভালভাবে শুনে নাও যে, তোমাদের নিকটে এখন এক শুভ সংবাদ দানকারীও এসেছে এবং সতর্ককারীরাও এসে গেছে। এবং আল্লাহ্ সব কিছুরই উপর শক্তিমান। বস্তুতঃ, এই আয়াতে ইয়াসাইয়াহ্ (যিশাইয়) নবীর ঐ কথাগুলির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে—"সে কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে, কাহাকে বক্তৃতা করিয়া তত্ত্ব বুঝাইবে? তাহাদেরকে, যাহাদেরকে দুধ ছাড়ানো হইয়াছে ও স্তন পানে নিবৃত্ত করা হইয়াছে।"

(২) দ্বিতীয়তঃ, সেই কালাম যা এই জাতির জন্য নাযেল করা হবে, তা একত্রেও অবতীর্ণ হবে না, বা একই শহরেও অবতীর্ণ হবে না। বরং হুকুমের পর হুকুম এবং কানুনের পর কানুন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নাযেল হবে। কোরআন করীম এইভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায়, কিছু সফরের মধ্যে। এমন কি দুশমনেরাও এই আপত্তি তুলেছিল যে,

لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة - (فرقان ع ٣)

অর্থাৎ, "কেন মোহাম্মদের উপর সারা কোরআন এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয় না?" তাছাড়া, ইয়াসাইয়াহ্ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও খ্রীষ্টান লোকেরা আজও পর্যন্ত কোরআন করীমের উপর এই আপত্তিই উত্থাপন করে চলেছে। ফলে, এভাবে নিজেদের কলম দ্বারা তারা নিজেরাই প্রমাণ পেশ করে চলেছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন ইয়াসইয়াহ্ (যিশাইয়) নবীর সত্যায়নকারী।

(৩) তৃতীয়তঃ, এই কালাম একজন আরববাসীর জবানে শোনান হবে, এবং পরভাষায় অর্থাৎ আরবী ভাষায় শোনানো হবে। কেননা, 'বুনুয়া' শব্দটি আরবের উপরেই প্রয়োজ্য। উপরে আদি পুস্তক ১৬ঃ ১২ শ্লোকটির যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে হযরত হাজেরাকে আল্লাহতায়ালা হযরত ইসমাইলের (আঃ) জন্মের শুভ সংবাদ দিয়েছেন, তাতে লিখা আছে—"সে (অর্থাৎ ইসমাইল) বন্য বা বুনুয়া মানুষ হবে"। সুতরাং 'বুনুয়া' হযরত ইসমাঈলেরই নাম—যা বলা হয়েছে বাইবেলে। আসলে ঈর্ষা-উন্মাসিকতার দরুণই বনু ইসরাঈলরা 'আরব'-এর অনুবাদ করেছে 'বুনুয়া'। আরবী ভাষায় ع ر ب এর মানে হচ্ছে অনাবৃত। এবং আরবীদের নাম একারণেই আরবী হয়েছে যে, তাঁরা তাঁবু খাটিয়ে থাকতো, আদব-তমিজ খুব পছন্দ করতো, প্রাঞ্জল ও পরিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতো। তাঁবুর মধ্যে ও মরু অঞ্চলে বসবাস করার দরুন তাঁবুতে বসবাসকারীরা ছাড়া, বাকী সবাই তাদেরকে বলতো জংগলী বা বুনুয়া। বাইবেলেও এই তারিকাটাই (নিয়ম) অনুসৃত হয়েছে। এবং যেখানে যেখানে হযরত ইসমাঈলের উল্লেখ এসেছে সেখানে সেখানে বন্য বা বুনুয়া শব্দের দ্বারাই তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এবং যেখানে তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে আগমনকারী নবীর উল্লেখ এসেছে; সেখানে 'ইসমাইলের আওলাদের মধ্য থেকে হবে'—এই কথার বদলে লিখে দেওয়া হয়েছে এই কথা যে, 'কে বুনুয়াদের ঠোঁটে দ্বারা কালাম উচ্চারণ করবে'। কোরআন করীমের

ভাষা আরবী এবং তা সকলের চোখের সামনেই বিরাজমান, সুতরাং এর উল্লেখের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, তবু ইসাইয়াহ (যিশাইয়) নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কোরআন করীম বলছে—

ومن قبله كتاب موسى اماما و رحمة۔ و هذا كتاب مصدق
لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا - وبشرى للمحسنين ٥ (احقاف ع٢)

অর্থাৎ, "এই কোরআনের পূর্বে মুসার কেতাব অতীত হয়ে গেছে এবং এই কোরআনই সেই কেতাবের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণকারী। বস্তুতঃ, উহারই ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী ইহা আরবী জবানে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে জালেমদেরকে ভয় দেখানো যায় এবং মোমেনদেরকে সুসংবাদ দেওয়া যায়।" এক্ষেত্রে কোরআর করীমের আরবী ভাষায় হওয়ার অর্থই হচ্ছে মুসায়ী কেতাবাদিরই সত্যতাকে সাব্যস্ত করা। এতে 'আদি পুস্তকের' সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যাতে হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে বুনুয়া বা বন্যমানুষ অর্থাৎ আরব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এবং দ্বিতীয়তঃ, 'দ্বিতীয় বিবরণ'-১৮:১৮ শ্লোকটির সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ' করা হয়েছে যার মধ্যে বলা হয়েছিল যে, আগামী শরীয়তের কালাম বনু ইসহাকের কোন ব্যক্তির উপরে নয়, বরং তাদের ভাই বনু ইসমাঈলের উপর অবতীর্ণ করা হবে; এবং ঘটনাক্রমে এতে হযরত ইয়াসাইয়াহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে, যিনি ছিলেন হযরত মুসা (আঃ) অধীনস্থ নবী এবং যাঁর উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী আসলে হযরত মুসা (আঃ)-এর কেতাবে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীরই বিশদ ব্যাখ্যা।

(৪) চতুর্থতঃ, বলা হয়েছিল যে, সেই নবী ইহুদীদেরকে বলবেন যে, তাঁর বিশ্রাম-নিবাস হবে আরামের স্থান অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান। অতএব যারা পরিশ্রান্ত তাদেরকে তোমরা আরাম দান করবে। এইভাবে তোমরা শান্তিতে বসবাস করবে; কিন্তু নবীর এই কথা ইহুদীরা মানবে না এবং সেই স্থানকে বিশ্রামস্থল হতেও দেবে না, বরং পরিশ্রান্তকে কষ্টই দিবে। এবিষয়টিও রসুল করীম (সাঃ)-এর বেলায় সত্য প্রমাণিত হয়ে হয়ে আছে। তিনি মদিনা মনওয়ারাকে, যেখানে ইহুদীরাও বাস করতো, মক্কা মোকাররমার মতই শান্তির নিবাসরূপে গড়ে তুলেছিলেন এবং ইহুদীদের সঙ্গে মদীনা মনওয়ারাকে শান্তিপূর্ণ রাখার নিমিত্তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন (সীরাতে হালবিয়া ২য় খণ্ড) কিন্তু তারা পরিশ্রান্তদেরকে অর্থাৎ মোহাজেরদেরকে, যাঁরা দূর থেকে সফর করে এসেছিলেন, আরামে থাকতে দেয়নি, এবং ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক নিজেরাও শান্তি পায় নি।

(৫) পঞ্চমতঃ, এই ভবিষ্যদ্বানীতে ছিল,—হুকুমের 'পর হুকুম অবতীর্ণ হবে, যাতে তারা চলে যায়, পাশ্চাদপসারণ করে, পরাভূত হয়, ফাঁদে আটকে পড়ে এবং বন্দী হয়।' —এই ভবিষ্যদ্বানীও রসুলে করিম (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে পূরা হয়েছে। ইহুদীরা যখন

পরিশ্রান্তদেরকে আরামে থাকতে দিল না, তখন তাদেরকে (ইহুদীদেরকে) চলে যেতে হলো, অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হলো, 'তারা পশ্চাদপসারণও করলো'; কিছু সংখ্যক লোককে কতল করা হলো, তারা ভেঙ্গে গেল, পরাভূত হলো এবং রসুলে করীম (সাং)-এর সম্মুখে অস্ত্র সমর্পন করলো, ফাঁদে আটকা পড়লো এবং বন্দীও হলো, তাদের মধ্য থেকে অনেককে গোলামও করা হলো।' কত সুস্পষ্ট এই ভবিষ্যদ্বাণী যা পূরা হয়েছে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে। যদি মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরে এই কেতাব ( عربی مبین ) অবতীর্ণ না হতো এবং ইয়াসইয়াহ্ নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন এই ভাবে না হতো, তাহলে ইয়াসইয়াহ্ই মিথ্য সাবস্ত হতেন। কিন্তু কোরআন করীমের মাধ্যমে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূরা হওয়াতে তার কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ( ক্রমশঃ)

অনুবাদঃ **শাহ মুস্তাফিজুর রহমান**

# চট্টগ্রামে মোসলেহ মাউদ দিবস উদ্‌যাপিত

বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে গত ২রা মার্চ চট্টগ্রামে 'মোসলেহ মাউদ' দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ঐ দিন মাগিরেবের নামাজের পর চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে এক সভার আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খাঁনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জানে আহমদ। সভায় 'মোসলেহ মাউদ' হযরত মীর্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ ( রাঃ )-এর বিরাট কর্মময় ও আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের ওপর ভিত্তি করে সারগর্ভ আলোচনা করেন, জনাব বি.এ. এম. এ, সাত্তার, জনাব মীর হাবিব আলী, অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দীন খাদেম জনাব নুরুদ্দীন আহমদ এবং জনাব গোলাম আহমদ খাঁন। মোসলেহ মাউদ (রাঃ) সম্পর্কে হযরত মসিহ মাউদ ( আঃ )-এর প্রচারিত সবুজ ইশতেহার পাঠ করেন মৌঃ মাসুদুর রহমান। মোসলেহ মাউদ রচিত নজমও পাঠ করে শোনান হয় এবং সর্বশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

---

"আমার অনুসারীগণকে জ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালা অন্যান্যদের উপর প্রবল রাখিবেন।" —(হযরত মসীহ মওউদ)

---

# নাইজেরিয়ার ৩০তম সালানা জলসায়

## হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ)-এর

## গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম

**আফ্রিকা মহাদেশ ইসলামের পবিত্র প্রবর্তক হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পতাকাতলে ধাবিত হইতে চলিয়াছে।**

**অপারপর সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সময় পূর্বাপেক্ষা অনেক নিকটবর্তী।**

**ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের অত্যাসন্ন শতাব্দীর জন্য নিজদিগকে এবং নিজেদের সন্তানদিগকে প্রস্তুত করুন।**

[নাইজেরিয়ার রাজধানী লেগোসে আহমদীয়া জামাত কতৃক পরিচালিত মুসলিম টিচার্স ট্রেনিং কলেজের বিশাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত নাইজেরিয়া জামাত আহমদীয়ার ৩০তম বার্ষিক জলসা উপলক্ষে প্রেরিত পয়গামে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামাতের সদস্যদিগকে আহমদীয়া জামাতের দ্বারা পবিত্র কুরআন ও হাদিস অনুঃসৃত ঐশী পরিকল্পনাধীন পরিচালিত বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ফলশ্রুতিতে ইসলামের অত্যাসন্ন বিজয়কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে আলোকপাত করেন এবং তাহাদিগকে সবিশেষ তাগিদ করেন যেন তাহারা নিজদিগকে এবং তাহাদের সন্তানদিগকে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়া তোলেন, নিজেদের জীবন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও-প্রেরণা সহকারে ইসলাম মোতাবেক অতিবাহিত করেন এবং কুরআন করীম ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর গ্রন্থাবলীতে বক্ত উহার তফসীর সমূহ অধ্যয়ন করেন। এই পয়গাম মোহতারম জাফরুল্লাহ ইলইয়াস সাহেব পাঁচ হাজারেরও উর্ধে সমাগত আহমদী প্রতিনিধিদের সমাবেশে পাঠ করিয়া শোনান। উক্ত পয়গামের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল]ঃ

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,

"আমি ইহা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি যে, ২৩, ২৪ ও ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে আপনাদের বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইতেছে। খোদাতায়ালা এই (ধর্মীয়) কনফারেন্সকে এবং ইহাতে যোগদানকারীদিগকে আপন বরকাত ও কল্যাণে ভূষিত করুন এবং ইহাকে নাইজেরিয়া ও উহার পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে ইসলাম বিস্তারের কারণ করুন। আমীন।

এই উপলক্ষে আমি আপনাদের মনোযোগ সৈয়দনা হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বর্তমান জগতে যে রুহানী বিপ্লব ঘটাইয়াছেন সেই দিকে আকৃষ্ট করিতে চাই।

তাঁহার আবির্ভাবের সময়ে ইসলাম এবং মুসলমানগণ নিতান্ত অসহায় এবং অধঃপতিত অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। মুসলমানরা দরিদ্র ও অজ্ঞ ছিল। তাঁহাদের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান ও অবক্ষয় ঘটিয়া গিয়াছিল এবং তাহারা চরম নৈরাশ্যের শিকার হইয়া পড়িয়াছিল। উন্নতি করার এবং জগতে জীবন্ত ও অগ্রগামী জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার স্পৃহা তাহাদের মধ্যে স্তিমিত ও বিলীন হইয়া গিয়াছিল। চতুর্দিক হইতে ইসলামের উপর আক্রমণ চলিতেছিল এবং উহার প্রতিরোধকারী কেহই ছিল না। ইসলামের শত্রুদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম অত্যন্ত প্রবল ও তীব্র ছিল। খ্রীষ্টান প্রচারক ও পাদ্রীগণ বিশ্বের সকল দেশে ছড়াইয়া ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়া চলিয়া ছিল। খৃষ্টানদের রাজনৈতিক শক্তি তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সক্রিয় ছিল। খ্রীষ্টানগণ খৃষ্টধর্মের বিজয় সম্পর্কে এতই আশান্বিত ছিল যে, তাহাদের প্রচারকরা এই দাবী সজোরে করিয়াছিল যে—

১। আফ্রিকা মহাদেশ তাহাদের কব্জিগত।

২। পাক-ভারত উপমহাদেশে কোন একটিও মুসলমান অবশিষ্ট থাকিবে না।

৩। সেই সময় সমোপস্থিত যখন কা'বা শরীফের উপর খৃষ্ট-ধর্মের পতাকা উত্তোলন করা হইবে।

এই সকল দাবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন একমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এবং তাঁহার কয়েকজন দরিদ্র অনুসারীবৃন্দ। তাঁহাদের নিকট অর্থও ছিল না, কোন শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল না। কিন্তু রাব্বুল আলামীন খোদাতায়ালা তাঁহাদের সহায়ক ছিলেন এবং সেই খোদা তাঁহাকে (ইমাম মাহ্‌দী আঃ) জানাইলেন যে, ইসলামের বিজয়কাল সন্নিকট। খোদাতায়ালা কর্তৃক জ্ঞাত হইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন:

"ইসলাম ব্যতিরকে সকল ধর্ম লুপ্ত হইবে এবং সকল অস্ত্র ভাংগিয়া যাইবে, পরন্তু ইসলামের স্বর্গীয় অস্ত্র যাহা না ভাঙ্গিবে না ভোতা হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের সকল শক্তিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। সময় সন্নিকট, যখন খাঁটি তৌহীদ, যাহা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ-মরুবাসীগণও তাহাদিগের অন্তরে অনুভব করে, চরাচরে ছড়াইয়া পড়িবে। সেদিন কোন ঝুটা প্রায়শ্চিত্য অথবা মিথ্যা উপাস্য থাকিবে না। স্বর্গীয় হস্তের একটি আঘাত অধর্মের সকল কুচক্রকে ধ্বংস করিবে, কিন্তু তরবারী বা বন্দুকের সাহায্যে নহে; পরন্তু কতকগুলি পবিত্র হৃদয়কে স্বর্গীয় দীপ্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া। কেবল সেই সময়েই তোমরা বুঝিবে, যাহা আমি বলিতেছি।" (তবলীগে রেসালাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮—৯ পৃঃ)

যেহেতু ইহা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সেজন্য ধর্মীয় জগতে এক সার্বিক পরিবর্তন সংঘটিত হইল। যেমন, আপনারা জানেন যে, আফ্রিকা মহাদেশ খৃষ্টানদের কবলে পতিত হওয়ার পরিবর্তে ইসলামের পবিত্র প্রবর্তক নবী করীম ( সাঃ )-এর পতাকাতলে ধাবিত হইয়া আসিতেছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে খ্রীষ্টান প্রচারকগণ একজন সাধারণ আহমদী যুবকেরও সম্মুখীন হইয়া ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন। খ্রীষ্টধর্মের পতাকা খানা-এ-কা'বার উপর উত্তোলিত হওয়ার স্বপ্নও বাস্তবায়িত হইতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না।

এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী প্রতিদিন সুপ্রকাশমান হইয়া চলিয়াছে। অপরাপর সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের সময় পূর্বাপেক্ষা অনেক নিকটবর্তী। কিন্তু ইহার পরিণামে আপনাদের স্কন্ধেও এক বিরাট দায়িত্বভার ন্যাস্ত হইতেছে। আমাদের নিজদিগকে এবং আমাদের সন্তানদিগকে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শতাব্দীর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়া তোলার প্রয়োজন। আমাদিগকে পূর্ণ আজেযী ও বিনয়ের সহিত উহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতে হইবে এবং সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার দরবারে পরম কৃতজ্ঞতা ভরে সেজদাবনত হইতে হইবে। পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী ইসলামের নীতি ও শিক্ষা মোতাবেক আমাদের জীবন যাপন করা উচিত। আমাদের সন্তান-সন্ততিকে কুরআন করীমের তা'লীম অনুযায়ী তরবিয়ত দানে সচেষ্ট হওয়া উচিত, যাহাতে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শতাব্দীতে যখন দলে দলে মানুষ ইসলামে দাখিল হইবে তখন আমরা যেন তাহাদের শিক্ষক এবং সহি পথপ্রদর্শক হিসাবে খেদমত পালনে সক্ষম হই।

সেইজন্যই আমি আপনাদিগকে বারবার ইহা বলি যে, আপনারা কুরআন করীম এবং হযরত মসীহ মওউদ ( আঃ )-এর গ্রন্থাবলী পাঠ করুন, যাহা কুরআন করীমেরই তফসীর ও ব্যাখ্যা স্বরূপ, যাহাতে আপনারা সহি ও সঠিক ইসলামী শিক্ষাসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন এবং তদনুযায়ী নিজেদের জীবন যাপন করিতে পারেন। ইহা বলার আমার প্রয়োজন নাই যে, আমি তোমাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসি এবং প্রত্যহ তোমাদের জন্য দোওয়া করিয়া থাকি। খোদাতায়ালা আপনাদিগকে এবং আপনাদের সন্তান-সন্ততিকে স্বীয় বরকতে আশিসমণ্ডিত করুন, আপনাদের উপর রহমত বর্ষিত করুন, আপনাদিগকে ইহকালের ও পরকালের উত্তম ও উৎকৃষ্ট পুরস্কার সমূহে ভূষিত করুন। আমীন।"

উল্লেখযোগ্য যে, নাইজেরেয়া জামাত আহমদীয়ার উক্ত সালানা জলসা উপলক্ষে রাবওয়া হইতে ওয়াকীলুত তবশীর (বহির্দেশে ইসলাম প্রচার বিভাগের প্রধান সচিব)-এর পক্ষ হইতে প্রতি পয়গামে ইসলাম প্রচারের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে প্রত্যেক আহমদীকেই প্রতি বৎসরে অপরাপর সম্প্রদায়ের কমপক্ষে একজন ব্যক্তিকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়া আহমদীয়া সেলসেলার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তাকিদ করা হয় যাহাতে গালাবায়ে ইসলাম প্রসঙ্গে আমাদের উপর যে মহান দায়িত্ব ন্যাস্ত হইয়াছে তাহা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনে আমরা সফলকাম হইতে পারি।

এতদ্ব্যতীত, জলসার প্রথম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ জাস্টিস অশোলা উলোয়া তাঁহার ভাষণে নাইজেরিয়া আহমদীয়া মশনের কর্মতৎপরতার ভূয়ষী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, অধুনা যুগে মুসলমানগণ এই মিশনের এবং আহমদীয়া জামাতের নিকট তাহাদের দ্বারা সারা বিশ্বে বিস্তৃত ইসলাম প্রচারের জন্য অত্যন্ত ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তিনি মিশনের ব্যবস্থাধীন ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর সারগর্ভ বক্তৃতাসমুহ প্রধান, কুরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর এবং ইসলামী পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশনা, কুরআন করীম শিক্ষা দেওয়া এবং স্কুল, কলেজ ও মেডিক্যাল সেন্টার সমুহ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যেন এই সকল কল্যাণকর কাজ সদা অব্যহত এবং ক্রম অগ্রসরমান থাকে।

উল্লেখ্য, উক্ত বার্ষিক কনফারেন্স উপলক্ষে নাইজেরিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব শেহু শেগারী, লেগোস ষ্টেটের গভর্ণর মিঃ লতিফ জকাণ্ডে এবং আরও দুইটি ষ্টেটের গভর্ণর মহোদয়ের পক্ষ হইতে প্রেরিত বাণী পাঠিত হয়।

( দৈনিক আল-ফজল, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৮০ইং )

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

---

## দোয়ার আবেদন

আমি, আজিজ আহমদ চৌধুরী, পিতা মৃত মঞ্জুরুল হক চৌধুরী, গ্রাম : দেবগ্রাম, ডাকঘর : আখাউড়া, জিলা : কুমিল্লা, আগামী ২৪শে মার্চ ১৯৮০ তারিখে আল্লাহর অনুগ্রহে ষ্টকহোম রওয়ানা হচ্ছি। আমি সেখান থেকে উন্নত জীবিকা উপার্জনের সুবিধার্থে জার্মানীর উদ্দেশ্যে সুইডেন ত্যাগ করবো।

এমতাবস্থায় আমি সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট আমার সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য, বিশেষ করে আমি যাতে নিরাপদে জার্মানীতে ঢুকে সেখানে থাকার অনুমতি পাই এবং পরবর্তীতে আর্থিক সফলতা অর্জন করতে পারি এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি সেজন্য বিশেষভাবে দোয়া করার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

খাকসার—

আজিজ আহমদ চৌধুরী

# ৮৭তম কেন্দ্রীয় বিশ্ব সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর সারগর্ভ ভাষণ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

**যদি আপনারা জমাআত ছিসাবে উন্নতি করিতে চাহেন তাহলে (দৈনিক পত্রিকা) "আলফজল" নিজে ক্রয় করিয়া পড়ুন। নাযারতে তা'লীফ (পুস্তক প্রণয়ন বিভাগ) কে না দেখাইয়া ও তাহার অনুমতি না নিয়া কোন আহমদী যেন কোন বই-পুস্তক প্রকাশ না করেন।**

হযরত মসীহ মউওদ (আঃ)-এর নায়েব খলিফাতুল মসীহ ২৭ তারিখে (জলসার দ্বিতীয় দিবস) যে ভাষণ দান করিয়া থাকে তাহার বক্তব্য বিষয় সর্বদা ইহাই হয়ঃ

"قوا میں تیرے فضلوں کا منادی"

"আমি তোমার ফজলসমুদয়ের প্রচারক হইলাম"। আল্লাহতায়ালা জমাআতে আহমদীয়ার উপর সারা বৎসর ব্যাপীয়া যে অগনিত ফজল ও রহমত নাযিল করিয়া থাকেন তাহাই আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করি। বিস্তারিত বিবরণ দান সম্ভবপর নহে, কারণ কোন মুহূর্তই এমন নাই যাহা আল্লাহতায়ালার রহমত-শূন্য। আল্লাহতালার গুণাবলীর বিকাশ যাহা তাঁহার প্রেমের মাধ্যমে, ইসলামকে মজবুত করার মাধ্যমে এবং জগতে ইসলামের অনুকুলে মহা বিপ্লব সৃষ্টি করার মাধ্যমে প্রকাশমান হইতেছে না। উহা অসীম ও অগনিত। অল্প সময়ের ভিতরে উহা বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। মানুষ নিজের বুঝ অনুযায়ী ফজলের কোন কোন অংশ বাছিয়া লয় এবং উহারই উল্লেখ করে।

প্রতি বৎসরই অনেক পুস্তক পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা যেগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক পুরাতন, কিছু সংখ্যক নুতন এবং গুনুত্বপূর্ণও থাকে, প্রকাশিত হয় এবং ঐগুলির প্রতি জমাআতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পুস্তক দ্বারা কেবল কাগজ এবং উহার উপর কালির আঁচরকে বুঝায় না, বরং পুস্তক দ্বারা ইহা বুঝায় যে, কিছু সংখ্যক লোক উহাতে বিশ্ব জগতের তত্ত্বাবলী হইতে কিছু সংখ্যক এমন ভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেন যাহাতে পাঠক উহা উপলব্ধি করিতে ও উহা দ্বারা উপকার লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই নিয়মানুযায়ীই আমাদের দৈনিক, সপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত। মনে হয়, এই দিকে এখনও পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা হয় নাই অথবা বর্তমান পরিস্থিতিতে এতগুলি এবং এইরূপ মানুষ পাওয়া যাইতেছে না যাহারা আমাদের জীবন আদর্শ ও আমাদের দায়িত্বাবলী মোতাবেক প্রবন্ধাদি লিখিতে পারেন।

কিন্তু একটি কথা আমি আপনাদিগকে বলিয়া দিতে চাই, আমি কয়েক বৎসর পর্যন্ত অক্‌সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করিয়াছি। আমি চিন্তা করিয়াছিলাম, কেন আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল, কেন হযরত মুসলেহ মউওদ (রাঃ) আমাকে সেখানে পাঠাইলেন এবং আমার জন্য এত এত টাকা খরচ করা হইল? এইসব এই জন্য ছিল না যেন আমি তাহাদের নিকট হইতে কিছু শিখিতে পারি, বরং এই জন্য ছিল যেন আমি উপযুক্ত হইয়া একসময়ে তাহাদিগকে কিছু শিক্ষা দান করিতে পারি; যেন আমি গভীর দৃষ্টিতে তাহাদিগকে গবেষণাধীনে রাখি। আমি তাহাদের জীবনধারা ও চালচলন গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছি। জ্ঞানক্ষেত্রে একটি জিনিষ বিশেষভাবে আমার মন-মস্তিস্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইহা হইল এই যে তাহাদের মধ্য হইতে যদি কোন ব্যক্তি একটিও গুপ্ত সত্য জাতির সম্মুখে উত্থাপিত করে তাহা হইলে তাহারা উহাকে মাথায় উঠাইয়া লয়; কারণ তাহারা সম্মিলিত ভাবেই উন্নতি করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করে। যদি প্রতি বৎসর কোন জাতির দশ কোটি লোকের মধ্য হইতে দশ সহস্র লোক নিজেদের জাতিকে একটি করিয়া কোন নতুন জিনিস প্রদান করিতে পারে তাহইলে দশ সহস্র নুতন জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রস্তুত হইয়া গেল। তাহারা এই সত্যকে ভালরূপে উপলব্ধি করিত এবং তাহাদের দৃষ্টি সেই সকল বাক্য ও পরিচ্ছেদে নিবিষ্ট হইত না যাহা তাহারা পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে জ্ঞানর্জনের জন্য পুনরাবৃত্তি করিত; তাহারা কেবল সেই নুতন কথা যাহা ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হইত, গ্রহণ করিত এবং ইহাকেই তাহারা সসম্মানে শিরোধার্য করিয়া লইত এবং বলিত ইহারা বড়ই সেবা করিয়াছে।

যদি আপনারা চেষ্টা করেন তাহইলে সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলি আপনাদিগকে প্রত্যেক বিষয়ে কমপক্ষে একটি কথাতো অবশ্যই বলিয়া দিতে পারিবে যাহা আপনারা পূর্বে জ্ঞাত ছিলেন না অথবা যদিও কোন সময় জ্ঞাত ছিলেন কিন্তু পরে ভুলিয়া গিয়াছেন; ইহাও বস্তুতঃ একটি উপকার। এখন আট দশটি মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা হইতেছে, আপনারা সবগুলি পড়িতে পারিলে বৎসরে কম পক্ষে একশত বিশিষ্ট কথা পাইবেন। দৈনিক আলফজল প্রকাশ করা হইতেছে। উহা হইতে যদি আপনারা একটি কথাও এমন পান যাহা পরবর্তীতে আপনাদের জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলে তাহইলে বৎসরে এইরূপ তিনশত ষাটটি, আর যদি তাহারা ছুটি পালন করে তাহইলে তার কিছু কম কথার আপনারা অধিকারী হইবেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে আলফজলে প্রবন্ধ ও রচনা উচ্চ মানের হওয়া উচিত। আমিও তাহাই বলি যে আলফজলের প্রত্যেকটি প্রবন্ধ উচ্চ মানের হওয়া উচিত। তাহারা বলে যে যদি আলফজলের প্রত্যেকটি প্রবন্ধ উচ্চ মানের না হয় তাহইলে উহা ক্রয় করিয়া পড়ার প্রয়োজনই বা কি? আমি বলিতেছি যে যদি আলফজলে একটি প্রবন্ধও উচ্চমানের প্রকাশিত হয়, তবু ইহা লইয়া পাঠ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। আমি আরও আগে অগ্রসর হইতেছি এবং বলিতেছি যে যদি আলফজলে

কেবল একটি প্রবন্ধও এমন থাকে যাহাতে একটি কথা আপনাদের জন্য কল্যাণজনক হয়, তাহইলে সেই কল্যাণটিকেও নষ্ট হইতে দেওয়া আপনাদের উচিত নহে যদি আপনারা জাতি হিসাবে উন্নতি করিতে চাহেন।

পুস্তকাদি প্রতি বৎসরই ব্যাপক আকারে প্রকাশ করা হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা এত বেশী, যে সংক্ষেপেই এই সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাইতে পারে কেবল বিশেষ পত্রিকাগুলি ছাড়া এবং হযরত মসিহ মওউদ ( আঃ )-কর ঐ সকল পুস্তক ছাড়া যাহা Out of Print হইয়া গিয়াছিল এবং এখন পুনরায় ছাপাইয়া আনা হইয়াছে এবং দোকানে আপনাদের জন্য পেশ করা হইয়াছে। এইরূপে ঐ সকল পুস্তক ছাড়া যাহা অনেক গবেষণার পর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে বা হযরত মসিহ মউওদ (আঃ)-এর কোন কোন পুস্তকের অনুবাদ করিয়া লেখা হইয়াছে।

বাকী অন্যান্য পুস্তকগুলি হইতেছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের যাহার উল্লেখ আমরা এখানে করিতে চাই। এই সব পুস্তকের লেখকগণ জমাআত আহমদীয়ার নিযামের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগীতা করিয়াছেন। নিয়ম এই করা হইয়াছে যে জমাআতের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন নিজে নিজেই কোন পুস্তক প্রকাশ না করেন ; কারণ এইরূপে নানা প্রকারের ফিৎনার দ্বার খুলিয়া যায়। নাযারতে তাসনীফের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত, তাহাদিগকে মুসাবিদা ( অনুলিপি ) দেখাইয়া তাহাদের অনুমতি লইয়া তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী পুস্তক প্রকাশ করা উচিত। আলফজলে এরূপ পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত এবং আমাদের বক্তৃতায় উহার উল্লেখ থাকা উচিত। যে ব্যক্তি জমাআত আহমদীয়ার নিযামের সঙ্গে সহযোগীতা করিতে প্রস্তুত নহে এবং বলে যে আমাকে তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার বা পরামর্শ করার, তাহাদের নিকট হইতে অনুমতি হাসিল করিয়া পুস্তক প্রকাশ করার কি প্রয়োজন ? ( আমরা বলিতেছি ) তাহইলে এইরূপ ব্যক্তির জন্য জমাআতে আহমদীয়ার মধ্যে পুস্তক বিক্রয় করার কি প্রয়োজন আছে ? সে জমাআতের এবং আহমদীদের নিকট আসিয়া কেন বলে যে ঐ পুস্তকটি কিন ?

এই বিষয়টি অতি আবশ্যকীয়, সাধারণ লোক হয়তো ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহা ফিৎনার দ্বার। এইরূপ ফিৎনার দ্বার বন্ধ করা গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় সমুহের মধ্যে অন্যতম বিষয়। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে কোন কোন পুস্তক এমন প্রকাশ করা যাইতে পারে যাহাতে ফিৎনার কোন কথা নাই। আমি তর্কে পাড়িব না ; এই কথা বলিব যে, ইহা ঠিক. কোন আহমদী লেখকের এমন পুস্তক যাহাতে ফিৎনার কোন কথা নাই জমাতের নিয়মের বাহিরে প্রকাশ করা যাইতে পারে কিন্তু যদি এই দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয় তাহইলে যেক্ষেত্রে পাঁচটি পুস্তক এইরূপ হইবে সেক্ষেত্রে দশটি পুস্তক এমন হইবে যাহাতে ফিৎনার কথা থাকিবে। অতএব যেরূপেই হউক আমাদিগকে ফিৎনার এই দ্বার বন্ধ করিতে হইবে। এইরূপ লেখকের আমিত্বকে চুর্ণ বিচুর্ণ করিতে হইবে।

আল্লাহতা'লা হযরত মসিহ মওউদ আলায়হেসসালাতো ওস্‌সালামের আবির্ভাবের পর উম্মতে মুস্‌লেমাকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প করিয়াছেন, এইরূপে যেন তিনি সমস্ত জাতিকে এক উম্মতে পরিণত করেন। এই মহান উদ্দেশ্যে দৃঢ় ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা সূচের অগ্রাংশরূপ বিঘ্নও সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত নহি; আপনাদিগকেও প্রস্তুত হওয়া উচিত নহে। আমার মস্তিস্ক তো ইহা গ্রহণ করিতে একেবারেই প্রস্তুত নহে। আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ যাহারা আছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারাও ইহা গ্রহণ করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। হাঁ যদি আপনাদের মস্তিষ্কে কোন ভাল কথার উদ্ভব হয়, উহা অবশ্যই আপনারা লিখুন এবং জমাআতের সেবা করুন, মানব জতির সেবা করুন কিন্তু সঠিক পথে চলুন, দেয়াল ডিঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিবেন না; দ্বার রহিয়াছে, উহা দিয়া আপনারা ঘরে প্রবেশ করুন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ—মৌঃ **আবদুল আজিজ সাদেক,**
সদর মুরুব্বী।

---

# শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই মর্মান্তিক সংবাদ জানাইতে হইতেছে যে, আলুবাজার-ঢাকা নিবাসী জনাব মোঃ আলাউদ্দীন সাহেব ৪ঠা মার্চ ১৯৮০ইং রোজ মঙ্গলবার সহসা হৃদ-পিণ্ডক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন পরম মুখলেস আহমদী ছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী, নির্ভিক সত্যের প্রচারক, মিষ্টভাষী, সদা হাসিমুখে সকল প্রকার দুঃখ-বেদনা ও নির্যাতন সহ্যকারী, দারীদ্র সত্বেও নিয়মিত চাঁদাদাতা, সদা দৈনিক জুরাইন হইতে বকশী বাজারে আসিয়া মসজিদে বাজামাত নামাজ আদায়কারী, জামাতী খেদমত এবং সভা-সম্মলনে স্বতস্ফূর্তরূপে যোগদানকারী ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য যে, তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে ঢাকা শহরে অবস্থিত কয়েক লক্ষ টাকার পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তিনি বঞ্চিত হন অথচ এই ব্যাপারে তিনি কখনো কাহারো নিকট আক্ষেপ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু সকলের অন্তরকে ব্যথাতুর করিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৭০ বৎসর। আল্লাহতায়ালা তাঁহার রূহের মাগফিরাত করুন এবং তাঁহাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চস্থান দান করুন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত স্ত্রী ও পূত্র ও কন্যাদিকে ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দিন, তাহাদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন। সকলের নিকট আমরা মরহুমের জন্য এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

# বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৭তম সালানা জলসা

## অসাধারণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

**হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সারগর্ভ ও প্রীতিপূর্ণ পয়গাম। মরকাজ হইতে আগত বুজুর্গান ও অন্যান্য ওলামা কেরামের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। ঈমান, এলম ও মারেফাত, আত্মশুদ্ধি, ভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও ইসলামের পুনঃর্জীবন ও প্রাধান্য বিস্তারের অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনার জলন্ত নিদর্শন।**

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৭তম সালনা জলসার দ্বিতীয় দিবসে দ্বিতীয় অধিবেশন বিকাল ২-১৫মিঃ হইতে সন্ধ্যা ৬ঘটিকা পর্যন্ত চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কোরআন মজীদ তেলাওত করেন সদর মুরুব্বী সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব। অতঃপর মোহতারম আল-হাজ্ব শাব্বীর আহমদ সাহেব ধর্মীয় তত্ব ও উপদেশ পূর্ণ স্বরচিত নজম পাঠ করিয়া শোনান। তারপর সদর মুরুব্বী মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব 'সীরাতে হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )' বিষয়ে নবী করীম ( সাঃ )-এর পবিত্রতম ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর আল-হাজ্ব চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেব 'নেযামে অসিয়ত ও ইসলামী অর্থনীতি' বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। তিনি ইমাম আখেরুজ্জামান (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত নিযামে অসিয়তের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ব্যক্তি ও জামাতী জীবনে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে উহার মহা কল্যাণ ও আশিষ সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং তকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সোপান ও মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারিত এই নেযামে অসিয়তে সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানান।

অতঃপর মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব 'সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ ( আঃ )' বিষয়ে তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতায় কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সত্যতার চিরন্তন মাপকাঠির আলোকে হযরত ইমাম মাহদী ( আঃ )-এর পবিত্র ও নিষ্কোলুষ, ইসলামের অতুলনীয় সেবায় সমুজ্জল কর্মময় ও আসমানী নিদর্শনাবলীর দ্বারা সমর্থিত সফলকাম জীবন এবং সারা বিশ্বে তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামের বিজয় যাত্রার হৃদয়গ্রাহী বিবরণদান করিয়া সপ্রমাণিত করেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী ( আঃ )-এর অনস্বীকার্য আগমন-ভবিষ্যদ্বাণী কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ( আঃ )-এর আবির্ভাবে সুস্পষ্টরূপে

পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর জনাব হাবিবুল্লাহ্ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর রচিত উর্দু কাব্য হইতে একাংশ পাঠ করিয়া শোনান। অতঃপর 'জামাতে আহমদীয়া ও ইসলাম প্রচার' বিষয়ে অধ্যাপক আমির হোসেন সাহেব এক যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর এই অধিবেশনের শেষ বক্তা মোহতারম আল্লামা আবদুল মালেক খান সাহেব 'ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার' বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব অতি হৃদয়গ্রাহী বাকভঙ্গীতে এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণদান করেন। ইসলামের পেশকৃত মৌলিক মানবাধিকার সমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিতে গিয়া তিনি কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের তাহার জন্মগত অধিকারের কথা উল্লেখ করেন যে কুরআন করীম মানুষকে বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা দান করিয়াছে এবং কুরআন শরীফ যে নিজেকে মুসলিম বলিয়া ঘোষণা করে এরূপ ব্যক্তিকে মুসলিম ও মুমেনের গণ্ডির বহির্ভূত বলিয়া আখ্যায়িত করার অধিকার আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহাকেও দান করে নাই। সুরা হুজরাতের দ্বিতীয় রুকু ইহার অকাট্য প্রমাণ।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, রোজ রবিবার সকাল ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর মোহতারম জনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী কোরআন শরীফ তেলায়ত করেন। অতঃপর মোহতারম চৌঃ শাব্বীর আহমদ সাহেব দুরবে সমীম হইতে নজম পাঠ করিয়া শোনান। অতঃপর (১) ওফাতে মসীহ (আঃ) (২) কবুলিয়তে দোওয়া (৩) কুসংস্কার ও বেদাতের বিরুদ্ধে জেহাদ বিষয় গুলির উপর যথাক্রমে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী), মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ (সদর মুরুব্বী) এবং মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী। শেষোক্ত বক্তৃতায় মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বিবাহ-শাদী ও মওত-ফওত সংক্রান্ত উপলক্ষে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ ও বেদাত এবং রসম ও রেওয়াজের বিরুদ্ধে জামানার মা'মুর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এবং যুগ-খলিফা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক ঘোষণাকৃত জেহাদে প্রতিটি আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সর্বাত্মক ও সক্রিয়রূপে সাড়া দেওয়ার আহ্বান জানান হয়। এই অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন মোহতারম আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব। তিনি 'বাবাকাতে খেলাফত'-এর উপর তাঁহার সারগর্ভ ভাষণে আয়াতে ইস্তেখলাফের আলোকে খেলাফতকে প্রকৃত ঈমান ও সৎকর্মের অধিকারী হওয়ার জীবন্ত ঐশী-স্বাক্ষর বলিয়া সপ্রমাণিত করেন এবং এই জীবন্ত ঐশী-স্বাক্ষর বহণকারী হিসাবে একমাত্র জামাত আহমদীয়াই জগতের বুকে অদ্বিতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি আরও বলেন যে, খেলাফত ইসলামে সেই মর্যাদা রাখে যাহা মানবদেহে হৃদপিণ্ডের মর্যাদা। আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের দ্বারা খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এযুগে ইসলামকে পুনরায় জীবন্ত রূপদান করিয়াছে।

৫৭তম সালানা জলসার সমাপ্তি অধিবেশন প্রবীণ আহমদী মোহতারম গোলাম মৌলা খাদিম সাহেবের সভাপতিত্বে বিকাল ২-১৫মিঃ হইতে শুরু হয়। কুরআন শরীফ তেলায়ত করেন সদর মুরুব্বী মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব। নজম পাঠ করিয়া শোনান মোহতারম আল-হাজ্জ চৌঃ শাব্বির অহেমদ সাহেব। অতঃপর (১) কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব (২) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গুরুত্ব (৩) খানা-এ-কা'বার মাহাত্ম্য বিষয়গুলির উপর প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মোহতারম মির্যা আব্দুল হক সাহেব, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী) এবং অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব। অতঃপর মোহতারম আল্লামা আবদুল মালেক খান সাহেব 'মোকামে খাতামান্নবীয়ীন (সাঃ) ও খতমে নবুয়তের তাৎপর্য' বিষয়ে অতি প্রাঞ্জল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমান সহকারে হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম মোকাম—মে'রাজে বর্ণিত 'আরশে এলাহী' তথা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশস্থল এবং সমগ্র নবীকুলের জ্ঞান ও গুণের পূর্ণতম আঁধার বলিয়া সপ্রমাণ করেন। তিনি বলেন, প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান কেন্দ্রভিত্তিকতার প্রাকৃতিক নিয়ম মূলে হযরত রসুল করীম (সাঃ) হইলেন সমগ্র মানবজাতির কেন্দ্রবিন্দু—যেমন, সৌরমণ্ডলে সুর্যের কেন্দ্রীয় মর্যাদা। তেমনি আলো বিতরণে সুর্য যেমন কখনও অক্ষম নয়, চন্দ্র সুর্যেরই আলোকে আলোকিত, তেমনি এই উম্মতের সকল শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গান ও রব্বানী আলেম ও আওলিয়া এবং স্বয়ং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র ইরশাদ অনুযায়ী প্রতিশ্রুত ইসা মসীহ তথা ইমাম মাহদী মুহাম্মদীয় নবুয়তের আলোকেই আলোকিত 'শরীয়ত বিহীন উম্মতি নবী' বলিয়া অভিহিত। পবিত্র কুরআনই চিরকল্যাণবর্ষী শেষ শরীয়ত এবং নবুয়তে মোহাম্মদীয়াই চিরকল্যাণবর্ষী শেষ নবুয়ত। এই অধিবেশণের সমাপ্তি ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব। তিনি তাঁহার সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণে এই রুহানী মহতী জলসার সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে আল্লাহতায়ালার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং জামাতে আহমদীয়ার উপরে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়ের প্রেক্ষিতে ন্যাস্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলীর বিষয় ব্যক্ত করেন এবং সেই প্রসঙ্গে বিশেষতঃ পবিত্র কুরআন তাৎপর্যপূর্ণরূপে শিখা ও উহার প্রচারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা এবং সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে অসিয়ত করিয়া মুসী হওয়ার জন্য উদাত্য আহ্বান জানান। তাঁহার বক্তৃতার সমাপনে অঝোর বারিবর্ষণের মধ্য দিয়া মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেবের নেত্রিত্বে অনুষ্ঠিত ইজতেমায়ী দোয়ার দ্বারা এই মহা বরকতপূর্ণ সালানা জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জলসা শেষে নামাজ মাগরিব ও ইশা বাজামাত জমা আদায়ের পর আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে ১৩ জন ব্যক্তি বয়েত গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সেলসেলায় দাখিল হন। আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহাদের ঈমানে উন্নতি ও ইস্তেকামাতে মজবুতী দান করেন এবং এই জলসার বরকাত ও কল্যাণকে সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী করেন। আমীন।

—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরুব্বী।

## সংবাদ ঃ

# বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম মজলিসে শুরা

আল্লাহতায়ালার ফজলে ও করমে ৮ ও ৯ই মার্চ ১৯৮০ ইং রোজ শনি রবিবার ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদের নীচতলায়, হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস ( আইঃ )-এর আদেশক্রমে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১ম মজলিসে শুরা মারকাজ হইতে আগত বুজুর্গান মোহ্তারম মীর্যা আবদুল হক সাহেব, মৌলানা আবদুল মালেক খান সাহেব ও চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব।

৮ই মার্চ শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকায় প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ। অতঃপর মোহতারম মির্যা সাহেবের নেত্রিত্বে ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। তারপর মোহতারম সভাপতি সাহেব ভাষণ দান করেন। তিনি এই শুরার অনুষ্ঠানকে বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার উন্নতির প্রতীক ও কারণ বলিয়া অভিহিত করেন, এবং অতিমূল্যবান সমোচিত উপদেশাবলী দান করেন। অতঃপর মোহতারম আমীর সাহেব ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, যদিও গত বৎসরও প্রেসিডেন্টস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু এবার হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস ( আঃ )-এর আদেশক্রমে মজলিসে শুরা অনুষ্ঠিত হইতেছে যাহা ইনশাআল্লাহ নিয়মানুক্রমে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। এতদ্বারা হুজুর ( আইঃ ) এতদঞ্চলে জামাতের জন্য উন্নতি ও বরকত লাভের এক প্রশস্ত পথ খুলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দোওয়া ও এখলাসে অধিকতর আত্মনিয়োগের মাধ্যমে আমাদের এতদ্বারা পূর্ণ ফায়দা হাসিল করা উচিত।

অতঃপর সেক্রেটারী ইসলাহ-ও-ইরশাদ এবং সেক্রেটারী তালিফ ও তসনীফের পক্ষ হইতে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করা হয়। তারপর দুইটি সাব-কমিটি সাংগঠনের ঘোষণা করা হয়। একটি বাজেট সংক্রান্ত ; দ্বিতীয়টি এজেণ্ডার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিষয়াবলী সংক্রান্ত। বাদ মাগরিব উভয় সাব-কমিটির পৃথক পৃথক মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়।

দ্বিতীয় দিন ৯ই মার্চ তারিখে সকাল ৯ঘটিকা হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এজেণ্ডার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিষয়াবলীর উপর সাব কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হইলে উহার উপর সাধারন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রস্তাবাবলী ভোটের মাধ্যমে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস আইঃ )-এর অনুমোদন সাপেক্ষে পাশ করা হয়।

তৃতীয় অধিবেশন বিকাল ৩ ঘটিকায় আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে প্রস্তাবিত বাজেট সংক্রান্ত সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর উহার উপর সাধারন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে হুজুর ( আইঃ )-এর অনুমোদন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত বাজেট ভোটের মাধ্যমে পাশ করা হয়। অতঃপর মোহতারম মীর্যা আব্দুল হক সাহেব সভাপতি হিসাবে সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তিনি জামাতী উন্নতির জন্য ঐক্য, শৃঙ্খলা ও এতায়াত ইত্যাদি অতি জরুরী বিষয়াদির উপর অত্যন্ত সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। অতঃপর এজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ শুরার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

## কেন্দ্রীয় বুজুর্গানের সম্মানে প্রীতি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

৭ই মার্চ ১৯৮০ ইং ঢাকা দারুত-তবলীগ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত সামিয়ানার নীচে মারকাজ হইতে আগত বুজুর্গাণের সম্মানে প্রীতি-সম্বর্ধনা উপলক্ষে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে এক সুধী-সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উহাতে শিক্ষিত ও উচ্চ পর্যায়ের সকল শ্রেণীর প্রায় ১৫০ সুধীবৃন্দ যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ২০০ আহমদীও উপস্থিত ছিলেন। সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ কর্তৃক বুজুর্গানের পরিচিতি ও সভার উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম ব্যক্ত করার পর মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান-সূচী আরম্ভ করা হয়। মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব কর্তৃক কুরআন পাক তেলাওতের পর মোহতারম আল্লামা আবদুল মালেক খান সাহেব (নাজের, ইসলাহ্-ও-ইরশাদ, রাবওয়া) 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে এক সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন; অতঃপর সুধী মণ্ডলীর পক্ষ হইতে লিখিত বহু প্রশ্নের অত্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। আল্লাহতায়ালার ফজলে উক্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরে উপস্থিত সকলই অত্যন্ত মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হন এবং তাঁহারা প্রায় সকলই সভার শেষে বুজুর্গাণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রীতি ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে চা ও মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করা হয় এবং শুকরিয়া আদায় ও সমবেত দোওয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

## ঢাকায় 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপিত

৫ই মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদে বিকাল ৪ ঘটিকা হইতে মাগরিব পর্যন্ত ঢাকা জামাতের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদার সহিত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহে-বের সভাপতিত্বে 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর আল-হাজ্ব চৌঃ শাব্বীর আহ্‌মদ সাহেব হুররে সমীন হইতে মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত নজমের অংশবিশেষ সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিয়া শোনান। অতঃপর মোহ্‌তারম মীর্যা আবদুল হক সাহেব ও আল্লামা আবদুল মালেক খান সাহেব হযরত রসুল করিম (সঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী يتزوج و يولد له — 'ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) বিবাহ করিবেন এবং তাহাকে বিশেষ সন্তান দান করা হইবে'—অনুযায়ী ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক ঘোষণাকৃত সুবিস্তৃত মহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং তদনুযায়ী তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী অসাধারণ গুণাবলী-সম্পন্ন পুত্র হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, আল-মুসলেহেল-মওউদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার শেষে প্রায় ২০০জন শ্রোতামণ্ডলীর মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

সংকলন: মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

# সম্বর্ধনা সভা

মারকাজ হইতে আগত সম্মানিত মেহমান মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব, আমীর পাঞ্জাব জামাতে আহমদীয়া, মোহতারম আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব, নায়েব ইসলাহ-ও-এরশাদ, মোহতারম আলহাজ্জ চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব, ওয়াকিলুল-মাল তাহরীকে জদীদের-এর সম্মানে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ১০ই মার্চ রোজ সোমবার বিকাল ৫-৩০ ঘটিকায় দারুত তবলীগে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে।

সভার শুরুতে জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব সদর মজলিস এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে মেহমানগণকে স্বাগত জানান। এরপর তিনি বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিসে আমেলার নাযেম ও ঢাকা মজলিসের নাযেমগণের সাথে পরিচয় করিয়া দেন।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম জনাব আমীর সাহেব এই উপলক্ষে মেহমানগনকে স্বাগত জানান এবং এই সভা আয়োজন করায় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অতঃপর মোহতরম আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার এই আয়োজনকে অত্যন্ত হৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিয়া আন্তরিক শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও জামাতের অনেকের মধ্যে দ্বীনি খেদমতের যে উৎসাহ ও আন্তরিকতা বিরাজমান এবং কুরবানীর জন্য যে স্পৃহা জাগরিত আছে তা লক্ষ্য করিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং ইহা তিনি দোওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস ( আইঃ )-এর খেদমতে পেশ করিবেন বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি জামাতী ঐক্য, শৃংখলা ও এতায়াতকে অটুট ও সমুন্নত রাখার জন্য সকলের নিকট প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করেন। অতঃপর মোহতারম জনাব আব্দুল হক সাহেব তাঁহার মর্মস্পর্শী সংক্ষিপ্ত ভাষণে অতি মূল্যবান নছিহত দান করেন। সভার শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি ও চা বিতরণ করা হয়। দোওয়ার পর সভা শেষ করা হয়।

—মোঃ আবদুল জলিল
মোতামাদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ

# সুন্দরবন জামাতের ৫ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

১লা ও ২রা মার্চ ১৯৮০ইং রোজ শনি ও রবিবার সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫ম সালানা জলসা আল্লাহতায়ালার ফজলে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে মরকজ হইতে আগত বুজুর্গান সহ ঢাকা হইতে মোহতারম আমীর সাহেব ( বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ), মৌঃ ওবায়দুর রহমান ভুইয়া ( নাজমে আ'লা, বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ ), মৌঃ এ, কে, রেজাউল করীম ( সেক্রেটারী বাঃ আঃ আঃ ) ও নুরুদ্দীন আহমদ খান এবং ময়মনসিংহ হইতে সেখানকার প্রেসিডেন্ট জনাব জকীউদ্দীন আহমদ সাহেব এবং আল-হাজ্জ চৌধুরী আহমদ তৌফিক সাহেবে যোগদান করেন। জলসার বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

# আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
# হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ ( আঃ ) কর্তৃক প্রবর্তিত
# বয়াত ( দীক্ষা ) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

( ১ ) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক ( খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা ) হইতে পবিত্র থাকিবে।

( ২ ) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

( ৩ ) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং বিগলিত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ ( প্রশংসা ) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

( ৭ ) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

( ৮ ) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

( ৯ ) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

( ১০ ) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের ) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। ( এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

# আহ্‌মদীয়া জামাতের

# ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আক্বিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

**Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press**
**for the proprietors, Bangladesh Anjumane - Ahmadiyya**
**4. Bakshibazar Road, Dacca —1**
**Phone No. 283635**
*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor*